Alzheimer's Disease International

আন্তর্জাতিক অ্যালঝাইমারস্ নির্দেশিকা

আমাদের জনস্বাস্থ্য এবং সামাজিক পরিচর্যা আজ এক জরুরী অবস্থার মুখমুখি । এই অবস্থার মোকাবিলায় আমাদের অবিলম্বে ব্যাবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।
ডিমেনশিয়া মহামারী বিশ্বের দরজায় কড়া নাড়ছে । এই অসুস্থতার -- ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ হয় অ্যালঝাইমারস্ রোগ থেকে । অ্যালঝাইমারস্ বা অন্যান্য ডিমেনশিয়া মস্তিস্কের ক্ষয় ঘটায় এবং এই ক্ষয় ক্রমশই বাড়তে থাকে । এই ধরনের অসুখ জীবনধারণের স্বাভাবিক ক্ষমতাকে আঘাত করে, যা শুধু অসুস্থ মানুষটিকেই বিপরযস্ত করেনা তাঁর সঙ্গে যুক্ত সবার জীবনেই বিশেষত তাঁর
প্রতিদিনের পরিচর্যার সঙ্গে যুক্ত থাকেন যাঁরা তাদের জীবনে ব্যাক্তিগত, সামাজিক, মানসিক, আর্থিক বিপন্নতা বয়ে আনে ।

প্রত্যেক বছর বিশ্বে ৪৬ লক্ষ মানুষ ডিমেনশিয়া আক্রান্তের তালিকায় জুক্ত হচ্ছেন যার অর্থ প্রতি সাত সেকেন্ডে বিশ্বের কোন না কোন প্রান্তে একজন নতুন মানুষ ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছেন। এই হারে ২০৫০ সালের মধ্যে পৃথিবীতে ১০ কোটি মানুষ ডিমেনশিয়া গ্রস্ত হবেন । এখন পর্যন্ত কোন দেশই এই বিশাল বিপর্যয় সামাল দেবার মতো উপযুক্ত প্রস্তুতি নিয়ে উঠতে পারেনি।

এই বিপর্যয় মোকাবিলায় যে সামর্থ্য জোগাড় করা সম্ভব হয়েছে, তা দরকারের তুলনায় খুবই অপ্রতুল । এর প্রধান কারণ জ্ঞান ও সচেতনতার অভাব । সব দেশেই দ্রুত বেড়ে ওঠা এই সমস্যাটি সম্পর্কে মানুষের মনোযোগ এতই কম যে, ডিমেনশিয়া রোগীর অধিকাংশই কোনও সাহায্য এবং আশা ছাড়াই ভুগে চলেছেন । **এই অবস্থার পরিবর্তন আনতেই হবে** । অ্যালঝাইমারস্ আর অন্যান্য ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত মানুষের জীবনের গুণগত মান বিপুলভাবে উন্নত করা সম্ভব । কিন্তু প্রায়ই এই সব রোগী তাঁদের আত্মীয়-স্বজন এবং পরিচর্যাকারীরা নিতান্ত প্রয়োজনীয় সাহায্য থেকে বঞ্চিত-- যা তাঁদের একান্ত প্রাপ্যও বটে ।

অ্যালঝাইমারস্ ডিজিস্ ইন্টারন্যাশনালের সদস্য, বিশ্বের ৭৭টি সংগঠন থেকে আমরা সব রাষ্ট্রের সরকার এবং সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আহ্বান করছি -- এই লক্ষ্যে এখনই কাজ আরম্ভ করতে I

অ্যালঝাইমারস্ এবং অন্যান্য ডিমেনশিয়াকে অগ্রাধিকার দিতে নীচের ছটি নীতি/ নির্দেশিকা গ্রহণ করতে হবে । --
(১) সচেতনতা বৃদ্ধি ও এই রোগটি সঠিক ভাবে চেনা ও বোঝা ।
(২) এই রোগে আক্রান্তদের মানবাধিকারকে সম্মান করা
(৩) পরিবার এবং পরিচর্যাকারীর বিশেষ ভূমিকার স্বীকৃতি
(৪) স্বাস্থ্য পরিসেবা এবং সামাজিক পরিচর্যার সুযোগ বৃদ্ধি
(৫) রোগ নির্ণয়ের পর সার্বিক উন্নত চিকিৎসার গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া
(৬) জনস্বাস্থ্য প্রকল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে এই রোগ যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করা

বিভিন্ন দেশের সামর্থ্যের সীমার মধ্যে নীচের ১১ দফা কার্যসূচির রূপায়ণ শুরু করা উচিত । এই কার্যসূচিটি কিয়োটো এবং প্যারিস বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গতিশীল।
(১)রোগের লক্ষণ, চিকিৎসা এবং নানান পর্যায় সম্পর্কে জনগণকে সঠিক খবর দেওয়া
(২)জ্ঞান-বোধ-সচেতনতা বৃদ্ধি করে এই রোগ ও সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা দূর করা
(৩)স্বাস্থ্য-পরিসেবা-কর্মী, সমাজসেবী এবং পরিবারিক পরিচর্যাকারীদের প্রশিক্ষণ ও পদ্ধতিগত সহায়তা সরবরাহ করা, যাতে দ্রুত নিরীক্ষা ও মুল্যায়ন, রোগ নির্ধারণ, উপযুক্ত পরিচর্যা এবং সার্বিক উন্নত চিকিৎসার দরজা খুলে যায়
(৪) ডিমেনশিয়া আক্রান্তদের বিশেষ প্রয়োজনের প্রতি দায়িত্বশীল প্রাথমিক ও উন্নত স্বাস্থ্যপরিচর্যা পরিসেবার সুযোগ বৃদ্ধি
(৫) দীর্ঘকালীন পরিচর্যার বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার মান ও পরিমাণ বৃদ্ধি এবং মানুষের কাছাকাছি নিয়ে আসা
(৬) হাসপাতাল এবং দীর্ঘকালীন পরিচর্যার প্রতিষ্ঠান- সহ সমস্ত পরিচর্যা ক্ষেত্রের পরিবেশ ডিমেনশিয়া আক্রান্তদের জন্য বিশেষভাবে নিরাপদ করা
(৭) নিজেদের সামাজিক জীবন এবং পরিচর্যা-সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে ডিমেনশিয়া আক্রান্তদের যথাসম্ভব সংযুক্ত করা যাতে পারৎপক্ষে কোনও সিদ্ধান্ত তাঁদের উপর চাপিয়ে না দেওয়া হয়
(৮)জীবন যাত্রার এমন একটি মান নিশ্চিত করা যা ডিমেনশিয়া রোগীর খাদ্য-পরিধেয়-বাসস্থান- চিকিৎসা সব দিক থেকে স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার পরিপোষণের পক্ষে উপযুক্ত
(৯) ডিমেনশিয়া রোগী নিজের প্রাত্যহিক জীবন নির্বাহের সামর্থ্য হারিয়ে ফেলেন। তাই এমন একটি আইনি ধাঁচা তৈরি করা যা তাঁদের ন্যায্য অধিকার সুরক্ষিত রাখতে পারে
(১০) জনচেতনা বৃদ্ধি যাতে মানুষ বুঝতে পারেন এই রোগের ঝুঁকি কমানো সম্ভব

(১১) অ্যালঝাইমারস্ এবং অন্যান্য ডিমেনশিয়া বিষয়ে গবেষণা- কার্যে গুরুত্বের বিচারে অনু পূর্ব তালিকা স্থির করা I

অ্যালঝাইমারস্ এবং অন্যান্য ডিমেনশিয়া বয়োবৃদ্ধির স্বাভাবিক অনুসঙ্গ নয়। এই সব রোগের প্রতিরোধ সম্ভব। উপযুক্ত পরিচর্যা ডিমেনশিয়া আক্রান্ত ব্যাক্তি ও তাঁর পরিবারের জীবনের মান
উন্নয়নে সক্ষম । এই রোগের নিরাময়ের লক্ষ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণা চলবে। অতএব আমাদের ইতিবাদী হতে হবে, এবং নিরাকরণী সমাধানগুলি কাজে রূপায়িত করতে হবে যা বর্তমান ও ভবিষ্যতের লক্ষ লক্ষ মানুষকে সাহায্য করবে এই রোগের বিপর্যয়ের মোকাবিলায়।

www.alz.co.uk/kyotodeclaration
www.alz.co.uk/parisdeclaration

Alzheimer's Disease International
64 Great Suffolk Street, London SE1 0BL, United Kingdom
Telephone: +44 (0)20 7981 0880, Fax: +44 (0)20 7928 2357
Email: info@alz.co.uk, Web: www.alz.co.uk